সংবাদ

তারিখ 01 MAR 2012

এনসিটিবিকে হুমকি

বিনা শর্তে পাঠ্যবই ছাপার কাজ দিতে হবে

রাকিব উদ্দিন

বিনা মূল্যের পাঠ্যবই ছাপতে আন্তর্জাতিক দরপত্র বাতিল, অত্যাধুনিক মেশিন বাদ দিয়ে মান্ধাতার আমলের মেশিনে বই ছাপা ও বিশ্বব্যাংকের কোন ধরনের সহায়তা না নিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তাদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন কয়েকজন অসাধু মুদ্রাকর। তারা বলেছেন, 'ক্রয় নীতিমালা, টেন্ডার ও আইন বুঝি না, আগের সরকারের মতো কাজ ভাগ করে দিতে হবে'।

মঙ্গলবার দুপুরে মতিঝিলস্থ এনসিটিবি ভবনে গিয়ে ৪-৫ জন মুদ্রাকর ও ২০-২৫ বহিরাগত ব্যক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান, সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অশালীন ভাষায় গালমন্দ করেন। বিনা শর্তে পাঠ্যবই ছাপার কাজ ভাগ-ভাটোয়ারা করে না দিলে এনসিটিবিতে রক্তের বন্যা হয়ে যাবে বলেও তারা হুমকি দেয়। গতকাল বুধবার বিকেলেও বিপদগামী প্রেস মালিক বা মুদ্রাকররা এনসিটিবি ভবনের সামনে জড়ো হয় এবং সংস্থার কর্মকর্তাদের গালমন্দ করেন।

এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যেকোন ধরনের নাশকতা এড়াতে এনসিটিবি পাঠ্যবই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

পাঠ্যবই : ছাপার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভবন এবং সংস্থার তেজগাঁও ও টঙ্গী গুদামের নিরাপত্তা জোরদার করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, র‍্যাব ও পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

জানতে চাইলে এনসিটিবির সচিব বন্ধু গোপাল ভৌমিক গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, সার্বিক পরিস্থিতি শিক্ষামন্ত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবেই অবহিত করেছেন চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন।

এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিন 'সংবাদ'কে বলেছেন, যেকোন ব্যবসায়ীই দাবি তুলতে পারে। কিন্তু সব কিছুর একটা নিয়ম আছে। সরকারের টেন্ডার দেয়ারও নীতি আছে। এনসিটিবি কেবল সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। কিন্তু কিছু ব্যবসায়ী সরকারের নিয়মকানুন মানতে চাচ্ছেন না। তারা চাচ্ছেন বই ছাপার কাজ জনে জনে ভাগ করে দিতে হবে। এটা কি সরকার করতে পারে?

এনসিটিবি সূত্র জানায়, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য সর্বোচ্চ প্রায় ২৬ কোটি পাঠ্যবই ছাপা হবে। এরমধ্যে সাধারণ প্রেস বা ছাপাখানায় (শিট মেশিন) মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ১০ কোটি বই ছাপা হবে। বাকি বই বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় আন্তর্জাতিক টেন্ডারে ওয়েব মেশিনে বা অটো বাইন্ডিং মেশিনে ছাপা হবে। এসব বই হবে চার রঙের। তবে বিশ্বব্যাংক ও সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যসহ পোস্টার বিলি করছে মুদ্রণ শিল্প সমিতির কিছু নেতা।

র‍্যাবের মহাপরিচালককে দেয়া এনসিটিবির চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যেকোন ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড এড়ানোর লক্ষ্যে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে বোর্ডের ৬৯-৭০ মতিঝিলস্থ পাঠ্যপুস্তক ভবন, ২৬৮ নং তেজগাঁওস্থ গুদাম ও টঙ্গীস্থ মরকুন মৌজায় অবস্থিত গুদামের নিরাপত্তার স্বার্থে স্থায়ীভাবে র‍্যাব কর্মকর্তার টহল বৃদ্ধি এবং মাঝেমধ্যে অফিস ও গুদামে প্রবেশ করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত আবেদনে মতিঝিলস্থ এনসিটিবি ভবনে সার্বক্ষণিক ৫ জন পুলিশ মোতায়েনের আনুরোধ করা হয়েছে। উপ-পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁও) বরাবরে পাঠানো চিঠিতে তেজগাঁওয়ের গুদামের নিরাপত্তার জন্য ৫ জন পুলিশ স্থায়ীভাবে মোতায়েনের অনুরোধ করা হয়েছে। পুলিশ সুপারের (গাজীপুর) কাছে টঙ্গীস্থ মরকুন মৌজায় অবস্থিত গুদামের নিরাপত্তার স্বার্থে ১০ জন পুলিশ মোতায়েনের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এনসিটিবির এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, নানা মহলের হুমকি এবং আগামীতে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করতেই বিভিন্ন সংস্থায় নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক ভবন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ ভবনের সম্পদ ও এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে এবং যেকোন ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড এড়ানোর লক্ষ্যে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে এনসিটিবি ভবনে সার্বক্ষণিক ৫ জন ও তেজগাঁও গুদামে স্থায়ীভাবে ৫ জন পুলিশ মোতায়েন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগী মুদ্রাকররা প্রচার চালাচ্ছে, আন্তর্জাতিক দরপত্রে পাঠ্যবই ছাপা হলে দেশীয় মুদ্রণ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাবে। দেশের কোন প্রতিষ্ঠান কাজ পাবে না। তারা প্রচার করছেন, সরকার ৩৩টি প্যাকেজে বইয়ের কাজ দিয়েছে।

এ বিষয়ে এনসিটিবির উৎপাদন নিয়ন্ত্রক মোস্তাক আহমেদ ভূঁইয়া গতকাল 'সংবাদ'কে জানান, দেশীয় ছোট প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই এবার প্রাথমিকের কাজ দেয়া হয়েছে ৯৮টি (গত বছরের চেয়েও তিন প্যাকেজ বেশি) প্যাকেজে এবং দাখিল ও ইবতেদায়ির বই দেয়া হচ্ছে ১১০টি প্যাকেজে।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, তিন বছর আগেরও পাঠ্যবই নিয়ে সরকার অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক দরপত্রে বই ছাপার উদ্যোগ নেয়ায় সিন্ডিকেট কিছুটা দুর্বল হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এবার আন্তর্জাতিক টেন্ডারের আওতা আরও বাড়ানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক দরপত্রে চাররঙের বই ছাপায় শিক্ষার্থীরা এবারও চার রঙা অপসেট পেপারের ঝকঝকা বই। দেশব্যাপী এর ইতিবাচক প্রভাবও পড়ছে। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতপন্থি মুদ্রণ শিল্প সমিতির একটি গ্রুপ তা মেনে নিতে পারছে না। তারা যেকোন মূল্যে সরকারের এ সফলতাকে ব্যর্থ করতে চাচ্ছেন।

তবে গত দুই বছর আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশ নিয়ে পাঠ্যবইয়ের কাজ করেছেন এমন কয়েকজন মুদ্রাকর 'সংবাদ'কে বলেছেন, প্রিন্টিংয়ে বিশ্ব এখন অনেক এগিয়ে গেছে। কাজেই আমাদেরও মান্ধাতার আমলের প্রিন্টিং মেশিন নিয়ে বসে থাকলে হবে না। তারা বলেন, যারা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিরোধিতা করছেন তারা প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবসায় জড়িত নেই। তারা এ ব্যবসাকে পুঁজি করে চাঁদাবাজি করছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে।

অসাধু প্রেস মালিকদের হুমকি ও ভয়ভীতির বিষয়ে বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোস্তাক আহমেদ ভূঁইয়া সংবাদ'কে বলেন, ২০-২৫ জন এসে যেভাবে কথা বলেন, তার একটা যৌক্তিকতা থাকা উচিত। তারা আমাদের সরকারের দালাল অভিহিত করে নানা কথা বলছেন। কিন্তু আমরা তো সরকারেরই কাজ করব। আগে তো বই নিয়ে কত কিছুই হয়েছে, গত তিন বছরে সেই দিন পাল্টেছে। সরকারের নানা উদ্যোগে দেশ আধুনিকায়ন হচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে।